তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ১১০৩

**সংসদ সদস্য একেএম শাহজাহান কামালের**

**মৃত্যুতে মন্ত্রিপরিষদ সদস্যবৃন্দের শোক**

ঢাকা, ১৫ আশ্বিন (৩০ সেপ্টেম্বর) :

লক্ষ্মীপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য ও সাবেক বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী একেএম শাহজাহান কামালের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ।

পৃথক শোকবার্তায় তাঁরা মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

 মরহুম একেএম শাহজাহান কামালের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক; কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক; তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক; সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ; মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন; ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান।

এছাড়া, আরো শোক প্রকাশ করেছেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু; শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান; নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী; পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য; বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী এবং ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান।

#

এনায়েত/আরমান/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/২১১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                   নম্বর : ১১০২

**সরকার খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের বিষয়ে যথেষ্ট আন্তরিক**

 **-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ১৫ আশ্বিন (৩০ সেপ্টেম্বর) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, সরকার বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের বিষয়ে যথেষ্ট আন্তরিক, বরং বিএনপি বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়ে রাজনীতি করছে।

আজ চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় শেখ রাসেল এভিয়ারি পার্কে নতুনভাবে চালুকৃত কেবল-কার (রোপওয়ে) উদ্বোধন শেষে বেগম খালেদা জিয়াকে সরকার হত্যার চেষ্টা করছে বলে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু’র বক্তব্যের বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী এ কথা বলেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘খালেদা জিয়া যতবারই হাসপাতালে গেছে ততবারই বিএনপি বলেছে বিদেশ না পাঠালে খালেদা জিয়ার জীবন সংকটাপন্ন এবং তাকে বাঁচানো কঠিন হবে। কিন্তু প্রতিবারই আল্লাহর রহমতে তিনি হাসপাতালে বাংলাদেশের চিকিৎসকদের চিকিৎসা ও সেবায় সুস্থ হয় বাড়ি ফেরত গেছেন। এখনো বেগম খালেদা জিয়া যাতে সর্বোচ্চ চিকিৎসা পান সরকার সেজন্য যা কিছু করা দরকার সেটি করছে।’

**শেখ রাসেল এভিয়ারি পার্কে পুনরায় কেবল-কার চালু**

এর আগে বক্তৃতায় হাছান মাহমুদ বলেন, ‘প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের পরিবেশ-প্রকৃতি রক্ষার জন্য যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, সেকারণে দেশের পরিবেশ আগের চেয়ে অনেক ভালো। দেশে বন আচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একইসাথে দেশে বৃক্ষ আচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে।’

মন্ত্রী বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার ইচ্ছায় চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় ‘শেখ রাসেল এভিয়ারি এন্ড ইকো পার্ক’ স্থাপন করতে পেরেছি। আজ থেকে প্রায় দশ বছরেরও বেশি সময় আগে এই পার্কে আসা-যাওয়া মিলে ২ দশমিক ৪ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের কেবল-কার (রোপওয়ে) স্থাপন করা হয়েছে।’

এই পার্কের উন্নয়নের জন্য আরো ১২৬ কোটি টাকা সরকার বরাদ্দ দিয়েছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, ‘সেই বরাদ্দ থেকে আরও দুই কিলোমিটার ক্যাবল কার স্থাপন করা হবে। মোট ৪ দশমিক ৪ কিলোমিটার কেবল-কার স্থাপিত হবে। দেশের কোথাও এত দীর্ঘ কেবল-কার নেই।’

রাঙ্গুনিয়ার সন্তান তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘শেখ রাসেল এভিয়ারি পার্কে বিদেশের অনেক জাতের পাখি আছে, আমাদের দেশে অনেক সাফারি পার্ক আছে কিন্তু এরকম এভিয়ারি আমাদের দেশে আর কোথাও নাই। এটিই দেশের প্রথম এভিয়ারি পার্ক। আমি মনে করি শেখ রাসেল এভিয়ারি পার্কে ক্যাবল কার পূর্ণ উদ্যমে যখন চালু হবে তখন দেশ এবং বিদেশের পর্যটকদের জন্য জনপ্রিয় গন্তব্যস্থলে পরিণত হবে।’

চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের আয়োজনে চট্টগ্রাম অঞ্চলের বন সংরক্ষক বিপুল কৃষ্ণ দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বনবিভাগের ‘সুফল’ প্রকল্পের পরিচালক ও উপপ্রধান বন সংরক্ষক গোবিন্দ রায়, চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের ডিএফও আবদুল্লাহ আল মামুন, রাঙ্গুনিয়া উপজেলা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা স্বজন কুমার তালুকদার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আতাউল গনি ওসমানী, রাঙ্গুনিয়া রেঞ্জ কর্মকর্তা মোঃ নাহিদ হাসান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বন অধিদপ্তরের টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের আওতায় বননির্ভর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ১২৩ জনের মাঝে জীবিকা উন্নয়ন তহবিলের চেক বিতরণ করেন সম্প্রচার মন্ত্রী।

 #

আকরাম/আরমান/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                              নম্বর : ১১০১

**শেখ হাসিনা বাংলাদেশের আলোকবর্তিকা**

 **-- পানি সম্পদ উপমন্ত্রী**

গোপালগঞ্জ, ১৫ আশ্বিন (৩০ সেপ্টেম্বর) :

পানি সম্পদ উপমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এ কে এম এনামুল হক শামীম বলেছেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের জন্য আশীর্বাদ। ৭৫’র ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ৮১ সালে আলো হাতে আঁধারের কান্ডারী হয়ে বাংলাদেশে আসেন। তিনি বাঙালি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার বাতিঘর। তিনি বঙ্গবন্ধুর রক্ত ও আদর্শের উত্তরসূরি শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৭ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে আজ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় কেন্দ্রীয় বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

উপমন্ত্রী বলেন, এই প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা সৌভাগ্যবান কারণ তারা বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার মতো একজন শিক্ষাবান্ধব প্রধানমন্ত্রী পেয়েছে। যে প্রধানমন্ত্রী ১৯ বার জাতিসংঘে ভাষণ দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল রেকর্ড স্থাপন করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর কারণেই বছরের প্রথম দিনে সকল শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে বই পায়। তিনি দেশে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছেন। তিনি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশ্বমানের করতে নিরলসভাবে কাজ করে চলছেন।

উপমন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নতুন প্রজন্মকে নিয়ে ভাবতেন। তেমনি তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সব কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে নতুন প্রজন্ম। আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হলে শিক্ষার্থীদের বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করে খালেদা জিয়া ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা দেশের শিক্ষার্থীদের আদর্শ রাজনীতির পথ চলার শিক্ষা দিতে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই ও কলম তুলে দিয়েছেন। বছরের প্রথম দিন বিনামূল্যে পাঠ্যবই দেওয়া হচ্ছে।

এ কে এম এনামুল হক শামীম বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার মানোন্নয়নে কাজ করে চলছেন। তিনি প্রতিটি উপজেলা শহরে থাকা মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সরকারিকরণ করছে। তিনি প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করেছেন। পরাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নতুন নতুন ভবন করে দিচ্ছেন। এ সব কিছুর মূলে রয়েছে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একটি বিশ্বমানের আগামী প্রজন্ম গড়ে তোলা।

সংগঠনের সভাপতি মিয়া মনসফের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শেখ মনিরুজ্জামান লিটনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ড. শাম্মী আক্তার, গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মাহবুব আলী খান, সাধারণ সম্পাদক জিএম শাহাবুদ্দিন আজম, টুঙ্গিপাড়া পৌরসভার মেয়র তোজাম্মেল হক টুটুল, সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক তারিক আফজাল, প্রধান উপদেষ্টা লাকী ইনাম, উপদেষ্টা জহির কাজীসহ সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

গিয়াস/আরমান/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/২০৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ১১০০

**বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দেশের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে সমৃদ্ধ করেছে**

 **- সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ আশ্বিন (৩০ সেপ্টেম্বর) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, বিমূর্ত বা অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (ICH) আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে সমৃদ্ধ করেছে। আমাদের দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে বিমূর্ত সাংস্কৃতিক উপাদানের ভান্ডার, যা গত প্রায় ৫০০০ বছর ধরে এ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ইতিহাস দ্বারা লালিত হয়েছে। বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুরক্ষার বাধ্যবাধকতা ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বাংলাদেশ ২০০৯ সালে ICH সুরক্ষার জন্য 'ইউনেস্কো কনভেনশন ২০০৩' স্বাক্ষর করে। ২০০৯ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে আমাদের বাউল গান (২০০৯), ঐতিহ্যবাহী জামদানি বুননশিল্প (২০১৩), পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা (২০১৬) ও সিলেটের ঐতিহ্যবাহী শীতল পাটি বুননশিল্প (২০১৭) ইউনেস্কোর বিমূর্ত বা অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত আমরা বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জাতীয় ইনভেন্টরি তৈরি করতে পারিনি। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে আমাদের বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনলাইন জাতীয় ইনভেন্টরি তৈরি করতে পেরেছি যেটি আজ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনলাইন জাতীয় ইনভেন্টরির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে জাদুঘর আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রধান অতিথি বলেন, দেরিতে হলেও আমরা আমাদের বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনলাইন জাতীয় ইনভেন্টরি তৈরি করতে পেরেছি। সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই জাতীয় জাদুঘরকে যারা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংক্রান্ত জাতীয় ইনভেন্টরি প্রস্তুত কাজে লিড এজেন্সি হিসাবে কাজ করেছে এবং যাদের প্রচেষ্টায় এ অর্জন সম্ভব হয়েছে। আরও ধন্যবাদ জানাই ইউনেস্কো'র accredited বেসরকারি সংস্থা 'সাধনা' 'Consortium for ICH Pedia Bangladesh' কে যারা এ কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধন করেছে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এর মহাপরিচালক মো. কামরুজ্জামান এর সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের অফিসার-ইন-চার্জ সুজান ভাইজ। সম্মানিত অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন সাধনা'র কর্ণধার লুবনা মরিয়ম।

প্রতিমন্ত্রী পরে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এর বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব (প্রধান) মিলনায়তনে বাংলাদেশের বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনলাইন জাতীয় ইনভেন্টরির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

এছাড়া প্রতিমন্ত্রী জাতীয় জাদুঘর এর প্রধান মিলনায়তন প্রাঙ্গণে 'Rural Craft & Cultural Hubs of West Bengal' এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আয়োজিত চার দিনব্যাপী (৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ০৩ অক্টোবর ২০২৩) দুই বাংলার কারুকলা উৎসব ও প্রদর্শনী 'সম্পদ' এর উদ্বোধন করেন এবং প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন।

#

ফয়সল/আরমান/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/২০২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ১০৯৯

**জনপ্রতিনিধিদের যথোপযুক্ত জবাবদিহিতাই নাগরিকদের সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করবে**

 **---স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ আশ্বিন (৩০ সেপ্টেম্বর) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম জনগণের সেবাপ্রাপ্তি সহজীকরণ প্রসঙ্গে বলেছেন, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার নানা স্তরে জনগণের জন্য নানা ধরনের সেবা প্রাপ্তির ব্যবস্থা রয়েছে। এই সেবা প্রাপ্তি জনগণের অধিকার। সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কখনো কখনো জনগণ নানা রকম ভোগান্তির শিকার হয়। আমরা বিভিন্ন সময়ে জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতায়নের কথা শুনি কিন্তু জনপ্রতিনিধিদের যথোপযুক্ত জবাবদিহিতার আওতায় আনা গেলে নাগরিকদের সেবা প্রাপ্তি সহজ ও ভোগান্তিমুক্ত হয়।

জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস পালনের অংশ হিসেবে আজ ঢাকায় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন-এ স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়ন নিয়ে এক ছায়া সংসদের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন মন্ত্রী। ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি বিতর্ক অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে। "স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়ন নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করছে" শীর্ষক ছায়া সংসদে প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটি ও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অভ্ বাংলাদেশ এর বিতার্কিকরা অংশগ্রহণ করেন।

মন্ত্রী বলেন, পৃথিবীতে নানা রকমের শাসনব্যবস্থা ছিল একসময়। কখনো রাজ ব্যবস্থা, কখনো জমিদার ব্যবস্থা কিংবা জোর করে দখলদারিত্বের মাধ্যমে পৃথিবী শাসিত হয়েছে। তবে বিভিন্ন শাসনব্যবস্থা পার হয়ে আধুনিক বিশ্বে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ রায় দিয়েছে কারণ শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে কোনো দেশ ও জাতির উন্নয়ন দ্রুততর হয়।

ছায়া সংসদের সরকারি দল ও বিরোধীদলের বিতার্কিকদের যুক্তি তর্ক অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনে মন্ত্রী বলেন, গণতন্ত্রের সৌন্দর্য হচ্ছে এখানে নানা মত ও পথের মানুষ থাকবে। যুক্তির জয়ের মাধ্যমেই গণতন্ত্র তার পথ খুঁজে নেয়। তিনি উভয় পক্ষের বিতার্কিকদের সুন্দর যুক্তি তর্ক উপস্থাপনের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এ ধরনের চমৎকার একটি বিতর্কের পরিবেশে উপস্থিত হতে পেরে আমার নিজেরও খুব ভালো লেগেছে। আমি মনে করি উপস্থিত এই শিক্ষার্থীরাই একদিন যুক্তিনির্ভর ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

এ সময় সাংবাদিকদের পক্ষ হতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর কাছে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে পর্দার আড়ালে কোনো রাজনৈতিক সংলাপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না জানতে চাইলে মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, যেকোনো আলোচনায় একটি বিষয়বস্তু বা ট্রামস অফ রেফারেন্স নির্দিষ্ট করতে হয়। বাংলাদেশের মানুষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা ভুলে যায়নি। সঠিক বিষয়বস্তু ঠিক করা গেলে তা নিয়ে আলোচনা হতেই পারে তবে নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে সংবিধানের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই।

এদিকে, আজ বিকালে সাভার গলফ ক্লাবে জাহাঙ্গীরনগর মডেল ইউনাইটেড ন্যাশনস্ এসোসিয়েশন এর আয়োজনে "জাহাঙ্গীরনগর ছায়া জাতিসংঘ-২০২৩" সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে টেকসই পৃথিবীর জন্য সবুজ প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী এ সময় বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে ছায়া জাতিসংঘ মডেলে সম্মেলনের প্রশংসা করে বলেন, এ ধরনের প্লাটফর্মে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা স্মার্ট বাংলাদেশের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে পারবে।

সম্মেলন শেষে সাংবাদিকদের আমেরিকার ভিসা নীতি সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। আমাদের নির্বাচন পদ্ধতি আমাদের সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে। কোনো দেশের ভিসা নীতি তাদের নিজস্ব ব্যাপার এবং আমাদের এখানে নির্বাচন কীভাবে হবে তা আমাদের ব্যাপার। এ সময় ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব বিষয়ক এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী সিটি কর্পোরেশনের মশক নিধন অভিযানের পাশাপাশি সকলের অংশগ্রহণে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান জোরদারকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

#

হেমায়েত/আরমান/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৯৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ১০৯৮

**কারাম আদিবাসীদের প্রাণের উৎসব**

 **---খাদ্যমন্ত্রী**

নওগাঁ (পোরশা), ১৫ আশ্বিন (৩০ সেপ্টেম্বর) :

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, কারাম উৎসব সমতলের আদিবাসীদের প্রাণের উৎসব। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের পাশাপাশি এটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার বিশেষ উদ্যোগ।

আজ পোরশা উপজেলার দক্ষিণ লক্ষীপুর ঝর্ণা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে কারাম উৎসবে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন মন্ত্রী। তিনি বলেন.আগে ছোট আকারে কারাম উৎসব আয়োজন হলেও এখন ব্যাপক পরিসরে হচ্ছে। কারাম উৎসব সমতলে বসবাস করা নৃ-গোষ্ঠীর প্রাণের উচ্ছ্বাস। এ উৎসব বরেন্দ্র অঞ্চলকে মিলন মেলায় পরিণত করে।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার দেশের সব নাগরিকের সুষম উন্নয়নে বিশ্বাসী। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রতি সরকারের সুদৃষ্টি রয়েছে। তাদের উন্নয়নে নানা কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। আদিবাসীদের জন্য সরকার স্পেশাল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্ণাঢ্য আয়োজনে ঢাক মাদলের তালে নাচ-গান আর পূজা অর্চণার মধ্য দিয়ে সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা, পাহান, মালো, মাতোসহ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার প্রধান ধর্মীয় ও সামাজিক এই উৎসব উদযাপন করা হয়। উৎসবে বিভিন্ন উপজেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ১৮টি সাংস্কৃতিক দল তাদের নিজস্ব গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করে।

পরে মন্ত্রী নৃত্যানুষ্ঠানে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব জাতীয় আদিবাসী পরিষদের পোরশা উপজেলা সভাপতি ধীরেন লাকড়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল খালেক, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ আনারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোফাজ্জল হোসেন মোল্লা. পোরশার সহকারী কমিশনার মোঃ মনিরুজ্জামান, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সাপাহার উপজেলার সভাপতি ভুট্টু পাহান, থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ জহিরুল ইসলাম এবং ছাওড় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান।

#

কামাল/আরমান/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৯৩১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ১০৯৭

**শেখ হাসিনার সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনে এনেছে**

 **- পরিবেশমন্ত্রী**

বড়লেখা(মৌলভীবাজার), ১৫ আশ্বিন (৩০ সেপ্টেম্বর) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনে এনেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে সবচাইতে বেশি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যবই প্রদান করা হচ্ছে। সরকারের নানা উদ্যোগে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে বিদেশে যাওয়া শিক্ষার্থীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আজ বড়লেখা উপজেলার রোকেয়া খাতুন লাইসিয়াম স্কুল এন্ড কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ ও কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে শাহাব উদ্দিন বলেন, জীবনে বড় হওয়ার জন্য স্বপ্ন দেখতে হবে। সে লক্ষ্যে মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। মুখস্ত না করে সবকিছু বুঝে পড়লে ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চান্স পাওয়া যাবে, জীবনে সফল হওয়া যাবে। শুধু রেজাল্ট ভালো হলেই কৃতী শিক্ষার্থী বলা যাবে না, যারা সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জীবনে নিজেদের অবস্থান করে নিতে পারে তারাই কৃতি শিক্ষার্থী।

প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি বড়লেখা পৌরসভার মেয়র আবুল ইমাম মোঃ কামরান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বড়লেখা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সোয়েব আহমদ, বড়লেখা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুনজিত কুমার চন্দ প্রমুখ।

এর পূর্বে মন্ত্রী মৌলভীবাজারের বড়লেখা পৌরসভার আরএইচডি বরইতলী-বড়লেখা জিসি ভায়া মুছেগুল-হিনাইনগর রাস্তা সংস্কার কাজের ফলক উন্মোচন করেন।

#

দীপংকর/আরমান/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৬৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ১০৯৬

**মানসম্মত শিক্ষার জন্য প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষক**

 **- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী**

কুড়িগ্রাম, ১৫ আশ্বিন (৩০ সেপ্টেম্বর) :

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন বলেছেন, মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতে মানসম্মত শিক্ষকের বিকল্প নেই। এজন্য সরকার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ওপর যথাযথ গুরুত্বারোপ করেছে। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ দেশব্যাপী অব্যাহত আছে; যাতে এসব কেন্দ্র থেকে শিক্ষকগণ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পেয়ে শ্রেণিকক্ষে স্বাচ্ছন্দ্যে পাঠদান করতে পারেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ কুড়িগ্রাম জেলা শহরে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (পিটিআই)-এর নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার বিকল্প নেই। শিক্ষাই আলোকিত আগামীর নাগরিক সৃষ্টির দুয়ার খুলে দেয়। আর শিক্ষার ভিত রচিত হয় প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে। তাই বর্তমান সরকার মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছে।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শাহ রেজওয়ান হায়াত, অধিদপ্তরের পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান প্রমুখ।

এসময় জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে প্রতিমন্ত্রী রংপুর পিটিআইতে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল উন্মোচন করেন। এ সময় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শাহ রেজওয়ান হায়াতসহ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

মাহবুবুর/আরমান/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ১০৯৫

**মাতারবাড়ী আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল-ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট এর ৭ম পর্যায়ে**

**ঋণের জন্য বাংলাদেশ এবং জাপান সরকারের মধ্যে বিনিময় নোট ও ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত**

ঢাকা, ১৫ আশ্বিন (৩০ সেপ্টেম্বর) :

জাপান সরকারের ৪৪তম ওডিএ লোন প্যাকেজের ২য় ব্যাচের আওতাধীন মাতারবাড়ী আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল-ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট এর ৭ম পর্যায়ে ঋণের জন্য আজ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ সরকার এবং জাপান সরকারের মধ্যে বিনিময় নোট ও ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মিজ শরিফা খান বিনিময় নোট ও ঋণচুক্তি স্বাক্ষর করেন। জাপান সরকারের পক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত IWAMA Kiminori বিনিময় নোট এবং বাংলাদেশস্থ জাইকা অফিসের চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ ICHIGUCHI Tomohide ঋণচুক্তি স্বাক্ষর করেন। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের এনইসি-২ সভা কক্ষে উক্ত ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

বর্ণিত ঋণচুক্তিটির আওতায় জাপান সরকার বাংলাদেশকে ২ লাখ ১৭ হাজার ৫৫৬ মিলিয়ন জাপানিজ ইয়েন **(**আনুমানিক ১ হাজার ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার**)** ঋণ সহায়তা প্রদান করবে। স্বাক্ষরিত ঋণের বাৎসরিক সুদের হার নির্মাণকাজের জন্য ১ দশমিক ৬০ শতাংশ, পরামর্শক সেবার জন্য শূন্য দশমিক ১০ শতাংশ, Front End Fee (এককালীন) শূন্য দশমিক ২ শতাংশ। এ ঋণ ১০ বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ ৩০ বছরে পরিশোধযোগ্য।

অব্যাহত বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার জেলার মহেশখালি উপজেলার মাতারবাড়ী এলাকায় ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট (৬০০ মে:ও:X২ ইউনিট) আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ চলছে। প্রকল্পের মোট ব্যয় ৫১ হাজার ৮৫৪ দশমিক ৮৮ কোটি টাকা (জিওবি ৬ হাজার ৪০৬ দশমিক ১৬ কোটি, জাইকা ৪৩ হাজার ৯২১ দশমিক শূন্য ৩ কোটি, সিপিজিসিবিএল সংস্থা নিজস্ব ১ হাজার ৫২৭ দশমিক ৬৯ কোটি)। প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৬। আগস্ট ২০২৩ সময় পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৭৮ দশমিক ৩০ শতাংশ এবং আর্থিক অগ্রগতি ৬৫ দশমিক ১৪ শতাংশ। জাইকা কর্তৃক পর্যায়ক্রমে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ইতোপূর্বে ৬টি পর্যায়ে মোট ৪ লাখ ৩৭ হাজার ৭৫৪ মিলিয়ন জাপানিজ ইয়েনের ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ৪৪তম ওডিএ লোন প্যাকেজ (২য় ব্যাচ) এর আওতায় ৭ম পর্যায়ে ২ লাখ ১৭ হাজার ৫৫৬ মিলিয়ন জাপানিজ ইয়েন প্রদান করা হবে।

দ্বি-পাক্ষিক পর্যায়ে জাপান বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উন্নয়ন সহযোগী দেশ। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত জাপান সরকার বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন সেক্টরে উল্লেখযোগ্য সহায়তা প্রদান করেছে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের অগ্রাধিকারের সাথে সামাঞ্জস্য বজায় রেখে জাপান সরকার কর্তৃক অবকাঠামো উন্নয়ন, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, পল্লী উন্নয়ন, পরিবেশ উন্নয়ন এবং মানব সম্পদ উন্নয়নসহ অন্যান্য খাতের প্রকল্পে ঋণ ও বিভিন্ন প্রকার অনুদান সহায়তা হিসেবে অদ্যাবধি ৩০ দশমিক ৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে।

#

উলফৎ/আরমান/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৮৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ১০৯৪

**দেশের প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে শেখ হাসিনার বিকল্প নেই**

 **---মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী**

পিরোজপুর, ১৫ আশ্বিন (৩০ সেপ্টেম্বর) :

দেশের প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে শেখ হাসিনার কোনো বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

আজ পিরোজপুর জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর প্রাঙ্গণে ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগ মুক্তকরণের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘পিপিআর রোগ নির্মূল ও ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ’ প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী টিকা প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে, প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে শেখ হাসিনার কোনো বিকল্প নেই। শেখ হাসিনার বিকল্প শেখ হাসিনা। শুধু প্রাণিসম্পদ খাতই নয় দেশের সার্বিক উন্নয়নেও তাঁর বিকল্প নেই।

মন্ত্রী আরো বলেন, শেখ হাসিনা না থাকলে আবার জঙ্গিরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, সন্ত্রাসীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, স্বাধীনতাবিরোধীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। শেখ হাসিনা না থাকলে উন্নয়নের চাকা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে। উন্নয়ন চাইলে, অগ্রগতি চাইলে, দুর্নীতিমুক্ত অবস্থা চাইলে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি চাইলে শেখ হাসিনাকে বারবার দরকার। উন্নয়ন-শান্তি চাইলে শেখ হাসিনা আর দুর্নীতি-অশান্তি চাইলে বিএনপি- জামায়াত।

প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরে এ সময় মন্ত্রী আরো বলেন, দেশে ডিমের উৎপাদন বেড়েছে, মাংসের উৎপাদন বেড়েছে। বর্তমান সরকারে সময়ে বিগত ১২ বছরে দুধের উৎপাদন প্রায় ৪ গুণের অধিক, মাংসের উৎপাদন প্রায় ৬ গুণ এবং ডিমের উৎপাদন প্রায় ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মাথাপিছু প্রাণিজ আমিষ গ্রহণের হারও কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের প্রাণিসম্পদ তথা গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি যাতে রোগাক্রান্ত না থাকে সেজন্য সরকার বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দিচ্ছে।

প্রধান অতিথি আরো বলেন, বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের মাংসের চাহিদা মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহসহ বিশ্বের অনেক দেশে রয়েছে। দেশে পিপিআর রোগের উপস্থিতি থাকায় বিদেশে মাংস রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে । এ রোগটি নির্মূল করতে পারলে মাংস রপ্তানির দ্বার উন্মোচিত হবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা আয় হবে। এ বিষয়টি মাথায় রেখে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় ‘পিপিআর রোগ নির্মূল ও ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প’ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় আজ (৩০ সেপ্টেম্বর) হতে আগামী ৯ অক্টোবরের মধ্যে সারাদেশে প্রায় ২ কোটি ৯৫ লাখ ছাগল-ভেড়াকে পিপিআর ভ্যাকসিন প্রদান করা হবে। এ ধারাবাহিকতায় আগামী বছর একইভাবে সারাদেশে এই টিকা প্রয়োগ করা হবে। ২০২৬ সালের মধ্যে পিপিআর রোগ নির্মূল করা আমাদের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়ন হলে বিশ্ব প্রাণিস্বাস্থ্য সংস্থা হতে এ রোগ নির্মূলের সনদ পাওয়া যাবে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. নাহিদ রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সেলিম হোসেন এবং পিরোজপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ মোস্তাফিজুর রহমান। এছাড়াও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, পিরোজপুর জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের কর্মকর্তাগণ, স্থানীয় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাগণ, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং প্রাণিসম্পদ খাতের খামারিগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

ইফতেখার/আরমান/ সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৭৫৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ১০৯৩

**সরকারের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় কন্যাশিশুদের গুরুত্ব দেওয়া**

 **---প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা**

ঢাকা, ১৫ আশ্বিন (৩০ সেপ্টেম্বর) :

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, সরকারের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় কন্যাশিশুদের গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। প্রাথমিক থেকে স্নাতক শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় আড়াই কোটি কন্যা শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে এবং বিনাবেতনে লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে। ফলে কন্যা শিক্ষার্থীদের ঝরেপড়ার হার কমেছে। স্কুলে স্বাস্থ্যসম্মত ওয়াশ ব্লক নির্মাণ করা হচ্ছে, যা কন্যা শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতির হার বৃদ্ধি করেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জিত হয়েছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের আয়োজনে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে আজ রাজধানীর শিশু একাডেমি মিলনায়তনে আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, কন্যাশিশুর উন্নয়নে বড় বাধা বাল্যবিয়ে। বাল্যবিয়ে বন্ধে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় আইনের প্রয়োগ ও বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ আইন যুগোপযোগী ও বাল্যবিয়ে নিরোধকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে জাতীয়, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি রয়েছে। কন্যাশিশুদের গড়ে তুলতে হবে। তারা রাষ্ট্রের সম্পদে পরিণত হয়ে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমা মোবারেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফরিদা পারভীন, শিশু একাডেমির মহাপরিচালক আনজীর লিটন, নারী মৈত্রীর নির্বাহী পরিচালক শাহীন আক্তার ডলি, মরিয়ম আক্তার আইরিন, তাসলিমা ইসলাম মানহা ও শান্তা ইসলাম।

অনুষ্ঠানে তিনজন কন্যাশিশু তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়, দিবসকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত পোস্টার এবং কন্যাশিশু-১৮ নামের একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের যৌথ উদ্যোগে
উদ্‌যাপিত হলো জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০২৩। প্রধান অতিথি হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুইমিং পুল গেট (দোয়েল চত্বর সংলগ্ন) থেকে পায়রা উড়িয়ে র‌্যালির উদ্বোধন করেন ।

#

আলমগীর/আরমান/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৮০২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ১০৯২

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৫ আশ্বিন (৩০ সেপ্টেম্বর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) এর তথ্যানুযায়ী গতকাল শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক ০৬ শতাংশ। এ সময় ৭৫৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৭ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৩ হাজার ৩৫২ জন।

#

সুলতানা/আরমান/আব্বাস/২০২৩/১৬৪৭ ঘণ্টা

Handout Number : 1091

**Foreign Minister Dr. Momen's Condolences on the**

**Passing of US Senator Dianne Feinstein**

Dhaka, 30 September:

Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen extended his heartfelt condolences on the demise of Senator Dianne Feinstein of California to the bereaved family members and the people of Feinstein's constituency.

Senator Feinstein, the longest-serving woman in the history of the US Senate, was an institution herself who served the people of her constituency for the past 30 years.

Her trailblazing work in legislative actions on global warming, violence against women, outlawing enhanced interrogation techniques, and banning or limiting sales of assault weapons for public safety will perpetuate as her contributions to society, Dr. Momen mentioned.

Reminiscing about his interaction with Senator Feinstein, Dr. Momen said, ‘I found her passionate about defending what she believed in. Bangladesh found a friend in her during difficult times. May her soul rest in peace.’

#

Mohsin/Zulfikar/Robi/Saida/Koli/Shamim/2023/1520 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১০৯০

**পৃথিবীর ইতিহাসে সকল বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতাকে হার মানিয়েছিল ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ**

 **-সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ আশ্বিন (৩০ সেপ্টেম্বর) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে সকল বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতাকে হার মানিয়েছিল ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীনতার জন্য এত রক্ত পৃথিবীতে এর আগে কেউ দেয়নি। দেশের আনাচে-কানাচে লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। বাবার সামনে ছেলেকে, ছেলের সামনে বাবাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে। রক্তের হোলি খেলা চলেছে। দুই লাখ মা-বোনের সম্মানহানি করা হয়েছে। আর এর সবই বৃথা যেত যদি দেশ স্বাধীন না হতো। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর নেতৃত্বে বাঙালি জাতির হাজার বছরের এ কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনীর সহযোগিতায় গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত 'বাংলাদেশ গণহত্যা স্মরণ ও মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১: বহুমাত্রিকতার খোঁজে' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

কে এম খালিদ বলেন, কেউ কেউ মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদের সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক করেন, প্রশ্ন তোলেন। আমি মনে করি, শহিদের সংখ্যা নিয়ে এ সংখ্যাতাত্ত্বিক বিতর্ক তাঁদের প্রতি অবমাননার শামিল। সংস্কৃতি তিনি বলেন, গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত জরিপে ইতোমধ্যে চিহ্নিত বধ্যভূমির সংখ্যা ২০ হাজার ছাড়িয়েছে। এ জরিপ সম্পন্ন হলে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদের সংখ্যা ৩০ লাখ ছাড়াবে।

১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্টের সভাপতি মুনতাসীর মামুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ভারতের আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক ড. সজল নাগ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তৃতা করেন ট্রাস্টের সদস্য এবং জাতীয় কবিতা পরিষদের সভাপতি তারিক সুজাত। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সম্মেলনে ভারত থেকে আগত অতিথি কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্মেলনে বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনীর সদস্য, বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও লেখকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

 #

ফয়সল/জুলফিকার/সাঈদা/কলি/শামীম/২০২৩/১৫৩৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১০৮৯

**দুই সংসদ সদস্যের মৃত্যুতে আইনমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১৫ আশ্বিন (৩০ সেপ্টেম্বর) :

লক্ষ্মীপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য ও সাবেক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা এ কে এম শাহজাহান কামাল এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের সংসদ সদস্য ও সাবেক ভূমি প্রতিমন্ত্রী উকিল আবদুস সাত্তার ভূঁইয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক।

আজ এক শোকবার্তায় আইনমন্ত্রী উভয় সংসদ সদস্যের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন ও তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

 #

রেজাউল/জুলফিকার/সাঈদা/কলি/শামীম/২০২৩/১১৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১০৮৮

**পার্বত্য এলাকার ছাত্রছাত্রীদের মেধা বিকাশে সরকার নানা সুযোগ সুবিধা প্রদান করছে**

 **-পার্বত্যমন্ত্রী**

বান্দরবান, ১৫ আশ্বিন (৩০ সেপ্টেম্বর) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, পার্বত্য এলাকার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। সমতলের মত পার্বত্য এলাকায় শিক্ষার উন্নয়ন হচ্ছে আর তিন পার্বত্য জেলায় অসংখ্য স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের মেধা বিকাশে ও তাদের পরিবারের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে নানা সুযোগ সুবিধা প্রদান অব্যাহত রেখেছেন।

গতকাল বান্দরবান সদরের জামছড়ি ইউনিয়নে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ স্কুল এন্ড কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বীর বাহাদুর উশৈসিং আরো বলেন, পার্বত্য জেলাগুলোর শিক্ষার পরিবেশ উন্নত হয়েছে এবং শিক্ষা লাভের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে। সরকার পার্বত্য এলাকায় শিশু ও তাদের পরিবারের নিকট মৌলিক সামাজিক সেবা পৌঁছে দিতে ৪ হাজার ৮শত পাড়াকেন্দ্র স্থাপন করেছে।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিকতার কারণে পাহাড়ে এখন অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে আর এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করে এখন অনেকেই অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার বছরের প্রথমদিন শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দিচ্ছে আর সেই সাথে বিনামুল্যে বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগের পাশাপাশি অসংখ্য শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার একটি শিক্ষাবান্ধব সরকার বলে মন্তব্য করে মন্ত্রী আগামীতেও এই সরকারের পাশে থেকে শিক্ষার উন্নয়নে সবাইকে কাজ করার অনুরোধ জানান।

পরে মন্ত্রী পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়নে ২ কোটি টাকা ব্যয়ে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি হোস্টেল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

এসময় বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্যশৈহ্লা এবং সদস্য লক্ষীপদ দাশ ও মোজাম্মেল হক বাহাদুর, সিনিয়র সহকারী কমিশনার মো.মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো.শাহআলম, পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাহী প্রকৌশলী মো.জিয়াউর রহমান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আবু বিন মোহাম্মদ ইয়াছির আরাফাত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

 #

রেজুয়ান/জুলফিকার/সাঈদা/কলি/শামীম/২০২৩/১৪৪৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১০৮৭

**সংসদ সদস্য একেএম শাহজাহান কামালের মৃত্যুতে তথ্যমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১৫ আশ্বিন (৩০ সেপ্টেম্বর) :

লক্ষ্মীপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য এবং সাবেক বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী এ কে এম শাহজাহান কামালের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ।

আজ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শাহজাহান কামাল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। মন্ত্রী মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

শোকবার্তায় তথ্যমন্ত্রী বলেন, মরহুম শাহজাহান কামাল ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য এবং তিনি জনতা ব্যাংকের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে আমরা একজন কর্মবীর সাদা মনের মানুষকে হারালাম।

#

আকরাম/জুলফিকার/রবি/সাঈদা/কলি/শামীম/২০২৩/১১৫০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৮৬

**আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৫ আশ্বিন (৩০ সেপ্টেম্বর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ‘আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

 “বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস’ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

আওয়ামী লীগ সরকার প্রবীণ নাগরিকদের প্রতি অত্যন্ত সংবেদন ও শ্রদ্ধাশীল। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও প্রবীণ নাগরিকদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাঁদের বিভিন্ন রকম চ্যালেঞ্জ। দেশের উন্নয়নের সাথে সাথে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। যাঁদের শ্রম, মেধা, অভিজ্ঞতা দেশ গড়ার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে, তাঁদের প্রতি দায়িত্ব পালন আজ সকলের নৈতিক দায়িত্ব।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজকের প্রবীণ নাগরিকগণই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে লাল-সবুজের পতাকা অর্জন করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রবীণ নাগরিকদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত সংবেদনশীল। বাংলাদেশের সংবিধানে প্রবীণ নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে অসহায় প্রবীণদের জন্য সাংবিধানিক অঙ্গীকার তিনি সন্নিবেশিত করেন।

আমাদের সরকারই সর্বপ্রথম ১৯৯৬ সালে বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমসহ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রবর্তন করে। আজ এ উদ্যোগ দেশ-বিদেশে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও প্রশংসিত। আমরা প্রতি উপজেলায় বয়স্কভাতা প্রাপ্তিযোগ্য সকল প্রবীণ নাগরিককে পর্যায়ক্রমে এ কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। ২০১৩ সালে সরকার জাতীয় প্রবীণ বিষয়ক নীতিমালা, পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন প্রবর্তন করে। আমরা অবসরপ্রাপ্ত প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের জন্য পেনশন সহজীকরণ, বৈশাখী ভাতা প্রদান, ইএফটি এর মাধ্যমে সরাসরি তাঁদের পাওনা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। প্রবীণ নাগরিকদের মর্যাদা, অগ্রাধিকার ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। সম্প্রতি সরকারি চাকুরীজীবীর বাইরে সর্বজনীন পেনশন ভাতা প্রবর্তন আমাদের সরকারের একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে দেশের প্রবীণ জনগোষ্ঠী নিরাপদ আর্থিক সমর্থন লাভের মাধ্যমে শেষ বয়সে পাবেন নিরাপত্তা ও সচ্ছল জীবন ধারণের অনন্য সুযোগ।

প্রবীণ নাগরিকদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সুরক্ষার জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে। জাগ্রত করতে হবে পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ।

আমি ‘আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০২৩’- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/জুলফিকার/রবি/সাঈদা/কলি/শামীম/২০২৩/১১৪৫ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৮৫

**আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৫ আশ্বিন (৩০ সেপ্টেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ‘আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০২৩’ উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'Fulfilling the Promises of the Universal Declaration of human Rights for Older Persons: Across Generations' অর্থাৎ ‘সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় প্রবীণদের জন্যে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণে প্রজন্মের ভূমিকা’ যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

তারুণ্যের উদ্যম ও প্রবীণের অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। সভ্যতার অগ্রযাত্রায়ও প্রবীণদের অবদান অনস্বীকার্য। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতির কারণে বাংলাদেশে প্রবীণের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রবীণদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করেন। প্রবীণদের মর্যাদাসম্পন্ন, দারিদ্র্যমুক্ত, কর্মময়, সুস্থ ও নিরাপদ পারিবারিক ও সামাজিক জীবন নিশ্চিত করতে সরকার ‘জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা, ২০১৩’ ও ‘পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩’ প্রণয়ন করেছে। প্রবীণদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে সরকার ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে বয়স্ক ভাতা প্রবর্তন করে। বয়স্ক ভাতা প্রদান কার্যক্রমের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ৫৮ লাখ ১ হাজার জন প্রবীণ ব্যক্তিকে বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। বয়স্ক ভাতার সুবিধাভোগীর সাথে ভাতার পরিমাণও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির অপার সম্ভাবনার যুগে বাংলাদেশ ডিজিটালাইজেশনের পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। প্রবীণদের কল্যাণে উন্নত ও আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের প্রবীণ নাগরিকগণ যাতে ডিজিটাল প্রযুক্তির সকল সুযোগ-সুবিধা ও প্রযুক্তিগত সাম্যতা অর্জন করতে পারেন, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার আহ্বান জানাই।

বার্ধক্যে নিঃসঙ্গতা ও একাকীত্বসহ বয়সজনিত বহুবিধ শারীরিক ও মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। সমাজের সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় এই জনগোষ্ঠী যেন শেষ বয়সে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারে সে জন্য সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি জনহিতৈষী সংগঠন ও বিত্তবান ব্যক্তিদের এগিয়ে আসা অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি প্রবীণবান্ধব সমাজ গঠনে পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধেও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আমি বিশ্বের প্রবীণদের সুস্বাস্থ্য, শান্তিময় ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন কামনা করছি।

আমি ‘আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০২৩’ উদ্‌যাপনের সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/জুলফিকার/রবি/সাঈদা/কলি/শামীম/২০২৩/১১৪৭ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ